সাল ২০১৯: অপরাধের ক্ষেত্রে যা ঘটতে পারে

ড. খুরশিদ আলম*

২০১৯ সালে যে সব অপরাধ ঘটতে পারে তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল। এটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত নয় বরং সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর জন্য প্রধানত সামাজিক টানা-পোড়ন, দ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতার মতো তিনটি প্রধান নির্ণায়ক বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের অপরাধ জগতের ওপর আর্ন্তজাতিক ঘটনা প্রবাহের প্রভাবও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন পরবর্তী বিষয়গুলোও বিবেচনায় আনা হয়েছে। ২০১৯ সালে যে সব অপরাধ হতে পারে তম্মধ্যে রয়েছে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, গুম, সন্ত্রাস, দাঙ্গা, জঙ্গীবাদ, লুটতরাজ, দস্যুতা ও চাঁদাবাজি, নারী এবং শিশু নির্যাতন, মানব পাচার, আত্মহত্যা, দুর্নীতি ও অর্থপাচার, চোরাচালান ও মাদক পাচার, চুরি ও চিনতাই, সাইবার অপরাধ, উৎসব কেন্দ্রীক অপরাধ, খেলাপীঋণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, মনোনয়ন বাণিজ্য প্রভৃতি।

হত্যা: এই বছরটিতে হত্যা স্বাভাবিক হবে কিন্তু স্থানীয় সরকার বিশেষ করে উপজেলা নির্বাচন যদি হয় তাহলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি হতে পারে এবং সে অনুযায়ী হত্যা গত বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বের কারণে হত্যা স্বাভাবিক থাকলেও রাজনৈতিক টানা-পোড়ন তেমন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সংঘাত ও টানা-পোড়নের কারণে দুএকটি ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও আক্রান্ত হতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক কারণে প্রতিযোগী পক্ষের লোকেরা আক্রান্ত হতে পারে। তবে দেশ ব্যাপী বড় ধরনের সহিসংতা ঘটার সম্ভাবনা কম। সারা বছর কোনো না কোনো সামাজিক অস্থিরতা চলতে পারে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা কম হতে পারে। তারা তেমন বড় ধরনের আক্রমনের শিকার নাও হতে পারেন। এ বছরও সরকারি দলের লোকেরা বেশি সহিংসতার শিকার হতে পারেন। সরকার প্রধানের উপর আক্রমনের চেষ্টা বাড়তে পারে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও নারী এবং শিশু হত্যা অব্যাহত থাকবে এবং তা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধর্ষণ: এ বছরটিতে ধর্ষণ বাড়তে পারে মনে হয় কারণ পুরো দেশ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অজাগ্রত থাকবে। ফলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধর্ষণ বাড়তে পারে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন কেন্দিক তা বাড়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। স্থানীয় সরকারের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে প্রধান প্রধান দলগুলোতে তা সাময়িক ঘটতে পারে। ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা এবং সংঘবদ্ধ ধর্ষণ কিছুটা বাড়তে পারে।

অপহরণ ও গুম: এ ঝুঁকি তেমন বাড়বে না। তবে ব্যক্তির লাভের জন্য অপহরণ এবং গুম যে পরিমাণ কমবে গোষ্ঠী কেন্দ্রিক ও রাজনৈতিক কারণেও তা আবার বাড়তে পারে। বিদেশে বাংলাদেশের কর্মীরা এ ধরনের সমস্যায় কিছুটা ভুগতে পারে।

ক্রস-ফায়ার: ক্রস-ফায়ার এ বছর কিছুটা কমতে পারে। বিভিন্ন কারণে কিছু অপরাধীর প্রতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চরম ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

জঙ্গীবাদী তৎপরতা: জঙ্গীবাদীরা কোনঠাসা হলেও একেবারে নির্মূল হয়নি। বর্তমান বছরটিতে জঙ্গীবাদী তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বিশেষ করে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। সারা বছর তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার অব্যাহত থাকবে। দু'একটি আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

সন্ত্রাস ও দাঙ্গা: সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস অব্যাহত থাকবে তবে তা বিভিন্ন পকেট এলাকায় বেশি হতে পারে। দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা থাকবে, তবে তা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। গ্রামে গ্রামে বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তা হতে পারে। কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর সাথে সংঘাতের বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটতে পারে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের সাথে স্থানীয় জনগণের সংঘাত এবং টানা-পোড়ন অব্যাহত থাকতে পারে।

লুটতরাজ, দস্যুতা ও চাঁদাবাজি: লুটতরাজ, দস্যুতা (জল, বন, চর ও হাওড়) ও চাঁদাবাজি তেমন বাড়বেনা। তবে যে সব চাঁদাবাজি সারা বছর চলে তা অব্যাহত থাকবে।

নারী এবং শিশু নির্যাতন: এ বছরটিতে নারী ও শিশু নির্যাতন তেমন কমার সম্ভাবনা থাকবেনা। তবে স্থানীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন বাড়তে পারে। শিশু নির্যাতন কিছুটা কমতে পারে।

মানব পাচার: নারী-পুরুষ এবং শিশু পাচার অব্যাহত থাকবে। রোহিঙ্গা নারী ও শিশুপাচারের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আত্মহত্যা: সমাজে টানা-পোড়ন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়বে। পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে ব্যর্থতা, মর্যাদাপূর্ণ সরকারি চাকুরি লাভের পরীক্ষায় অসফলতা, প্রেমে ব্যর্থতা, নারীর প্রতারিত হওয়া ইত্যাদির কারণে তা বাড়তে পারে।

দুর্নীতি ও অর্থপাচার: বর্তমান বছরটিতে তা কিছুটা কমতে পারে। অর্থপাচার অব্যাহত থাকবে।

চোরাচালান ও মাদক পাচার: বর্তমান বছরটিতে চোরাচালান ও মাদক পাচার কিছুটা কমতে পারে।

চুরি ও ছিনতাই: চুরি বর্তমান বছরটিতে তেমন কমবেনা কারণ সাধারণ মানুষ এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এ বিষয়ে তেমন নজরদারী বাড়াবেনা। আর ছিনতাই অব্যাহত থাকবে, সাময়িকভাবে কিছুটা কমবে আবার তা বাড়তে থাকবে। এভাবে সারা বছর তা ওঠা-নামা করবে।

সাইবার অপরাধ: এ বছর সাইবার অপরাধ তেমন বাড়বে না, তবে অপরাধ ঘটার ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ও ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

উৎসব কেন্দ্রীক অপরাধ: বাংলা নববর্ষ, ইংরেজী নববর্ষ, রমজান, ঈদ, দূর্গাপূজা, হজ্ব, বিশ্ব ইজতেমা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজী, ছিনতাই, অজ্ঞান করা, অপহরণ, ধর্ষণ, জালনোট ব্যবহার, সাইবার প্রতারণা, বিভিন্ন পরিচয়ে প্রতারণা ইত্যাদি অপরাধ সাময়িক ওঠা-নামা করতে পারে।

খেলাপী ঋণ: বিভিন্ন ধরনের অর্থ আত্মসাৎ প্রক্রিয়া ও ঋণ খেলাপির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা ফেরৎ না দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতার ঘাটতি তেমন থাকবেনা।

ক্ষমতার অপব্যবহার: চলতি বছরে এর প্রবণতা কিছুটা কমতে পারে। নিয়োগ বাণিজ্যও বৃদ্ধি পেতে পারে। ঠিকাদারী কেন্দ্রিক দুর্নীতি কিছুটা কমতে পারে।

মনোনয়ন বাণিজ্য: স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামান্য মনোনয়ন ও সমর্থন বাণিজ্য হতে পারে।

---

*লেখক: চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানী, গবেষক, জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে ৩০টির অধিক প্রবন্ধের প্রণেতা, পৃথিবীর কয়েকটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি থিসিস পরীক্ষক, পৃথিবীর বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালের প্রবন্ধ নিরীক্ষক, বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও উন্নয়ন মডেল প্রণেতা, জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও নীতিমালা প্রস্তুতকারী, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাত্ত্বিক ও গবেষণা বিষয়ে ৮টি বইয়ের রচয়িতা।